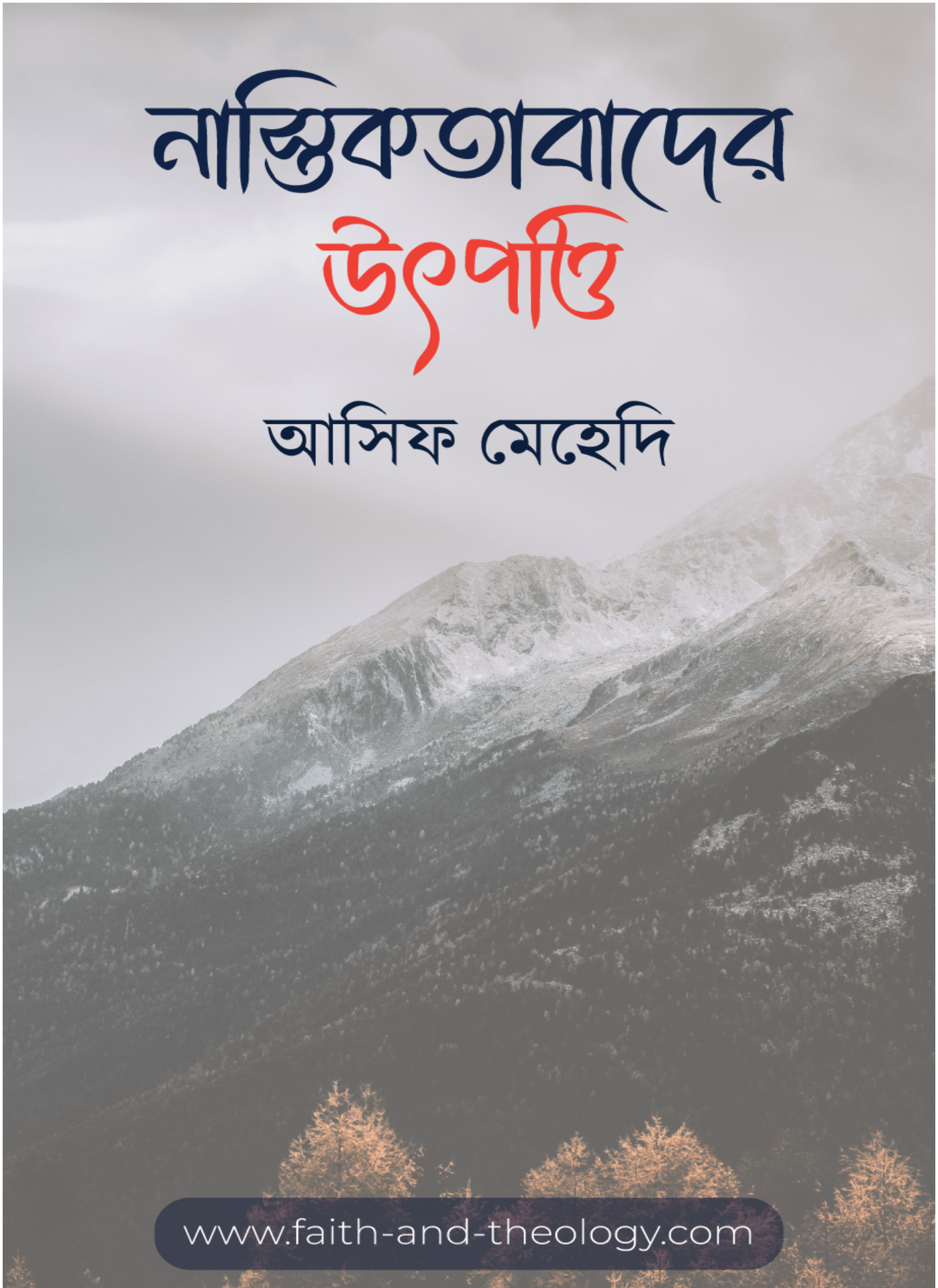
নাস্তিকতাবাদের
উৎপত্তি
আসিফ মেহেদি
www.faith-and-theology.com

নাস্তিকতাবাদের উৎপত্তি

আসিফ মেহেদী

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
সাজ্জাতুলমাওলা শান্ত

প্রকাশকাল
মে,২০২২ ইংরেজি
শাওয়াল,১৪৪৯ আরবি

প্রকাশনা
দৃষ্টিকোণ প্রকাশনী

বিঃদ্রঃ অনুমতি ব্যতিরেকে বইটি মুদ্রণ করা যাবে না। তবে বিনামূল্যে ইবুক টি বিতরণ করা যাবে।

★নাস্তিকতাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

আমরা আলোচনা করব প্রাচীন গ্রীক-রোমান ঐতিহ্যবাহী নাস্তিকতা নিয়ে। সেই সময়কার প্রধান চার দার্শনিক এ বিষয় টা তে বেশ প্রভাব ফেলেন তারা হলেন ডেমোক্রিটাস, এপিকুরোস, লুক্রেটিউস এবং সেক্সটাস এম্পিরিকাস। এনাদের কে প্রি-সক্রেটিয়ান ফিলোসফার ও বলা হয়।গ্রীক-রোমান এবং পাশ্চাত্য সভ্যতায় নাস্তিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে তারা প্রভাবশালী ভুমিকা পালন করেন। সেক্ষেত্রে এই চার প্রধান চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা এবং তাদের দেয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমে আমরা কথা বলতে পারি গ্রীক-রোমান নাস্তিকতাবাদের ১ম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ডেমোক্রিটাস কে নিয়ে। **[1] [2] [3]** তিনি গ্রীক দর্শনের একজন কেন্দ্রীয় দার্শনিক। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬০ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন"। বেশিরভাগ সূত্র বলে যে ডেমোক্রিটাস লিউসিপাসের ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন এবং তারা মিলেটাসের সাথে যুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী দর্শন চালিয়েছিলেন। উভয়ই সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী ছিলেন , সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মের ফল বলে বিশ্বাস করতেন। অ্যারিস্টটল বা প্লেটোর বিপরীতে, পরমাণুবিদরা উদ্দেশ্য , প্রধান প্রবর্তক বা চূড়ান্ত কারণ হিসাবে যুক্তি ছাড়াই বিশ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন । মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ কি? কিভাবে এর উৎপত্তি হয়েছে এসব চূড়ান্ত প্রশ্নের আদলে তিনি সর্বদা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন মহাবিশ্বে ঘটে যা-ওয়া বিষয় গুলো কে ব্যাখ্যা করতে ছোট ছোট ঘটনা নিয়ে জানা আগে প্রয়োজন।
উদাহরণস্বরুপ যদি আমরা বৃষ্টি নিয়ে কথা বলি সেক্ষেত্রে প্রথমে আমাকে জানতে হবে মেঘ এর গঠন সম্পর্কে এবং সূর্যের তাপ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে। যখন আমি প্রতিটি ঘটনার ছোট ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা করছি তখন আমি ভালো করে সেটা নিয়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হচ্ছি। এক্ষেত্রে

যদি এর থেকেও ছোট কার্যকারণ খুজে বের করি এবং আরও ছোট এরপর আরও ছোট কারণ এভাবে যেতে যেতে এক পর্যায় দেখা যাবে আমি আর কোনো কারণ খুজে পাচ্ছিনা বরং একেবারে ছোট কারণ টাই আসল কারণ। অর্থাৎ আমরা বৃষ্টির কারণ হিসেবে মেঘ এবং সূর্যকে পেলাম, এরপর মেঘ এবং সূর্যের তাপ এর জন্য কি কারণ? এভাবে ছোট থেকে ছোট কারণ খুজে বের করাকে খণ্ডতাবাদের কার্যকারণ বাদ বলা হয়। এভাবে চিন্তা করার পর কিছু গ্রীক দার্শনিক প্রস্তাব করেন যে পদার্থ কে আমরা ভাঙতে ভাঙতে এমন এক পর্যায় পাবো যেখানে পদার্থ কে আর ভাঙ্গাই যাবে না এবং আমরা এক অবিভাজ্য পরম অণু পাবো এবং এই এটম না পরমাণুই হচ্ছে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ বা ব্যাখ্যা। **[4]** ডেমোক্রিটাস এর পরমাণুবাদ মূলত এটাই ছিলো। যদিও তার সমসাময়িক অনেক দার্শনিক প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতেন স্রষ্টা কে দিয়ে। কিন্তু ডেমোক্রিটাস একজন বস্তুবাদী হওয়ায় তিনি বলেন না স্রষ্টা মহাবিশ্ব তৈরি করেননি বরং মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ হচ্ছে অবিভাজ্য পরমাণুর গতি এবং এর সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী। পরমাণুগুলো সবসময়ই অস্তিত্বে ছিলো এবং কোনো ঈশ্বর নেই উপাসনা করার মতো। ডেমোক্রিটাসের তত্ব মনে করেছিল যে সবকিছুই "পরমাণু" দ্বারা গঠিত যা শারীরিকভাবে, কিন্তু জ্যামিতিকভাবে অবিভাজ্য নয়; যে পরমাণুর মধ্যে, ফাঁকা স্থান আছে; যে পরমাণু অবিনাশী, এবং সর্বদা ছিল এবং সর্বদা গতিশীল থাকবে; যে অসীম সংখ্যক পরমাণু এবং বিভিন্ন ধরণের পরমাণু রয়েছে, যা আকার এবং আকারে আলাদা। **[5]** পরমাণুর ভর সম্পর্কে, ডেমোক্রিটাস বলেছিলেন, "অবিভাজ্য যত বেশি হবে, তত ভারী হবে।" যাইহোক, পারমাণবিক ওজন সম্পর্কে তার সঠিক অবস্থান বিতর্কিত। ডেমোক্রিটাস গ্রীক দর্শনে প্রচলিত theolos এও বিশ্বাস করতেন না। এর মানে হচ্ছে কোনো বস্তু কোনো দিকে সরে যায় কারণ তার একটা উদ্দেশ্য আছে, সেই সময়কালে এটাই ছিলো কার্যকারণ বা causation এর ব্যাখ্যা। **[6]** কার্যকারণ এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কার্যকারণ তন্মধ্যে একটি

হচ্ছে প্রধান কার্যকারণ বা Final Cause. যার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং বিকাশকে। প্লেটো, এরিষ্টটল সরাসরি এই দর্শন প্রয়োগ করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে অগ্রসর না হলেও তারা স্বীকার করেছিলেন যে এমন প্রধান, প্রাথমিক কোনো ফর্ম থাকতে পারে যা মহাবিশ্বের অস্তিত্বের কারণ। গ্রীক ফিলোসোফিতে কার্যকারণ এর বিষয় গুলো এভাবেই ব্যাখ্যা করে আসা হতো। মুল বিষয় টি হচ্ছে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে ডেমোক্রিটাস একজন বস্তুবাদী হওয়ায় তিনি সমাজে প্রাথমিক ভাবে নাস্তিকতা কে ছড়ানোর জন্য অনেকটা বেশি দায়ী ছিলেন।

1.Stephen Toulmin and June Goodfield, The Architecture of Matter (Chicago: University of Chicago Press, 1962)

2.Diogenes Laërtius, Lives and Opinions of Eminent Philosophers, ix. 40: ""
.
3. Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers Book IX, Chapter 8, Section 50.
4. Pamela Gossin, Encyclopedia of Literature and Science, 2002.
5. Williams., Matt (11 December 2015). "Who Was Democritus?". Universe Today. Archived from the original on 6 May 2021. Retrieved 6 May 2021.

6.Derek Gjertsen (1986), The Newton Handbook, p. 468. Sylvia Berryman (2005). "Ancient Atomism" Archived 17 January 2013 at the Wayback Machine, Stanford Encyclopedia of Philosophy. – Retrieved on 15 July 2009

Epicurus: এরপর আমরা আলোচনা করতে পারি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি নিয়ে, বিখ্যাত দার্শনিক এপিকুরাস। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭০ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এপিকুরাস ছিলেন একজন hedonist. তিনি তার নিজস্ব দর্শন hedonism এর নিয়েই বেশি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভোগসুখ বা আনন্দই সবচেয়ে শ্রেয়

এবং মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি বাস্তবতা কে বিবেচনা করতেন সুখ এবং কষ্টের মাধ্যমে
তার মতে আমাদের যতো উদ্দেশ্য সবকিছুই বস্তুবাদী এবং শুধুই সুখ, খাওয়া দাওয়া, ঘুমানো, বিনোদন, যৌনতা, কামুকতা, ইত্যাদির মাধ্যমে সুখ লাভ করা। এপিকিউরাস শিখিয়েছিলেন যে পৃথিবীর মৌলিক উপাদানগুলি হল পরমাণু, পদার্থের অকাট্য বিট, খালি স্থানের মধ্য দিয়ে উড়ে বেড়ায় এবং তিনি পারমাণবিক পরিভাষায় সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। (ডেমোক্রিটাস এর মতো) এপিকিউরাস প্ল্যাটোনিক রূপ এবং একটি জড় আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে আমাদের জীবনে দেবতাদের কোন প্রভাব নেই। এপিকিউরাস ভেবেছিলেন সংশয়বাদ অকার্যকর, এবং আমরা ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে বিশ্বের জ্ঞান অর্জন করতে পারি। তিনি শিখিয়েছিলেন যে একজনের সমস্ত কর্মের বিন্দু ছিল নিজের জন্য আনন্দ (প্রশান্তি হিসাবে কল্পনা করা) অর্জন করা এবং এটি নিজের ইচ্ছাকে সীমিত করে এবং দেবতাদের ভয় এবং মৃত্যুর বর্জন করে করা যেতে পারে। এপিকিউরাস বিশ্বাস করেন যে কোন কিছুই শূন্য থেকে অস্তিত্বে আসে না, তিনি মনে করেন যে মহাবিশ্বের কোন শুরু নেই, কিন্তু সর্বদা মহাবিশ্ব বিদ্যমান ছিল এবং সর্বদা থাকবে। পরমাণুগুলিও, অন্য সমস্ত কিছুর মূল বিল্ডিং ব্লক হিসাবে কাজ করে। পরমাণু শুন্য থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে না, কারণ এগুলো সর্বদা বিদ্যমান। অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে গিয়ে এপিকিউরাস যুক্তি দেন যে মহাবিশ্বের আকার সীমাহীন। এপিকুরাস যথাযথই একজন বস্তুবাদী ছিলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন না। যদিও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বললে তিনি তা প্রত্যাখান করেন এবং বলেন " আমাদের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা ময় জীবনের সাথে দেবতাদের প্রশান্তিময় জীবন অসঙ্গতিপূর্ণ তাই আমাদের নিয়ে দেবতাদের বা ঈশ্বরের কোনো চিন্তা নেই, ঈশ্বর আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত নন, এবং ঈশ্বর আমাদের নিয়ে চিন্তা করেননা। এপিকুরোস আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না তবে তিনি মনে

করতেন আত্মা থাকলেও তা পরমাণুর সমষ্টি এবং সেই বিশেষ পরমাণুর গতিবিধি পরিবর্তন হলেই একটি জৈবিক শরীরের মৃত্যু বা বিনাশ ঘটে। পরকাল কে অস্বীকার করে মৃত্যুয় ভয়কে দূর করতে তিনি যে যুক্তিটি উপস্থাপন করেন তাকে বলা হয় **No Subject of Harm Argument.**

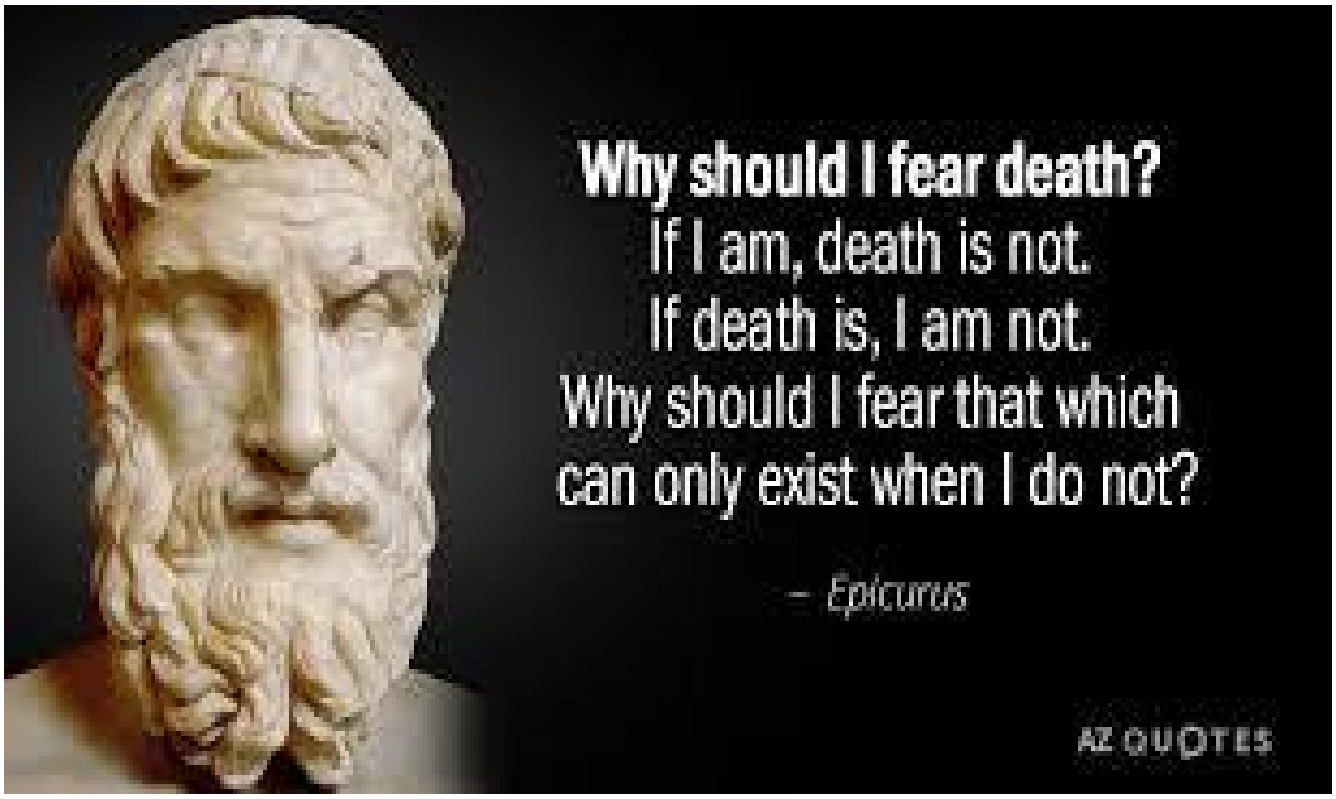

No Subject of Harm Argument:

এপিকিউরাস বলেন, মৃত্যু যদি বিনাশ হয়, তাহলে তা 'আমাদের কাছে কিছুই নয়।' মৃত্যু কেন খারাপ নয় তার জন্য এপিকিউরাসের প্রধান যুক্তিটি মেনোসিয়াসের চিঠিতে রয়েছে এবং এটিকে 'কোনও ক্ষতির বিষয় নয়' যুক্তি বলা যেতে পারে। মৃত্যু খারাপ হলে কার জন্য খারাপ? জীবিতদের জন্য নয়, যেহেতু তারা মৃত নয়, এবং মৃতদের জন্য নয়, যেহেতু তাদের অস্তিত্ব নেই। তার যুক্তি নিম্নরূপ সেট করা যেতে পারে:

১.মৃত্যুই বিনাশ।
২.জীবিতদের এখনও ধ্বংস করা হয়নি (অন্যথায় তারা বেঁচে থাকত না)।
৩.মৃত্যু জীবিতকে প্রভাবিত করে না। (1 এবং 2 থেকে)
৪.সুতরাং, মৃত্যু জীবিতদের জন্য খারাপ নয়। (3 থেকে)
৫.কারো জন্য কিছু খারাপ হওয়ার জন্য, সেই ব্যক্তির অন্তত অস্তিত্ব থাকতে হবে।
৬.মৃতদের অস্তিত্ব নেই। (1 থেকে)
৭.তাই মৃতের জন্য মৃত্যু মন্দ নয়। (5 এবং 6 থেকে)
৮.তাই মৃত্যু জীবিত বা মৃত কারো জন্যই খারাপ নয়। (4 এবং 7 থেকে)

1.Strodach, George K. (2012), "Introduction", The Art of Happiness, New York City, New York: Penguin Classics, ISBN 978-0-14-310721-7

2.Kenny, Anthony (2004), Ancient Philosophy, A New History of Western Philosophy, vol. 1, Oxford, England: Oxford University Press, pp. 94–96, ISBN 978-0-19-875273-8

3.Barnes, Jonathan (1986), "15: Hellenistic Philosophy and Science", in Boardman, John; Griffin, Jasper; Murray, Oswyn (eds.), The Oxford History of the Classical World, Oxford, England: Oxford University Press, pp. 365–385, ISBN 978-0198721123

Lucretius: এবার আমরা আলোচনা করব গ্রীক-রোমান ঐতিহ্যবাহী নাস্তিকতাবাদের তৃতীয় প্রধান চরিত্র লুক্রেটিউস কে নিয়ে। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৯৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৫ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। লুক্রেটিউস এর জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তার কবিতা De rerum natura (সাধারণত "অন দ্য নেচার অফ থিংস" বা "অন দ্য নেচার অফ দ্য ইউনিভার্স" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে) এপিকিউরিয়ানিজমের ধারণাগুলিকে প্রেরণ করে , যার মধ্যে রয়েছে পরমাণুবাদ এবং বিশ্বতত্ত্ব । লুক্রেটিয়াস ছিলেন প্রথম লেখক যিনি রোমান পাঠকদের এপিকিউরিয়ান দর্শনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। **[1]** কবিতাটি প্রায় ৭,৪০০ ড্যাক্টাইলিক হেক্সামিটারে লেখা, ছয়টি শিরোনামবিহীন বইতে বিভক্ত, এবং সমৃদ্ধ কাব্যিক ভাষা এবং রূপকগুলির মাধ্যমে এপিকিউরিয়ান পদার্থবিদ্যা অন্বেষণ করে। লুক্রেটিয়াস পরমাণুবাদের নীতি, মন এবং

আত্মার প্রকৃতি, সংবেদন এবং চিন্তার ব্যাখ্যা, বিশ্বের বিকাশ এবং এর ঘটনাগুলি উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন ধরণের স্বর্গীয় এবং পার্থিব ঘটনা ব্যাখ্যা করেন। কবিতায় বর্ণিত মহাবিশ্ব এই ভৌত নীতি অনুসারে কাজ করে, যা ভাগ্য দ্বারা পরিচালিত হয় , "সুযোগ", এবং প্রথাগত রোমান দেবতাদের ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ দ্বারা নয় **[2]** এবং প্রাকৃতিক জগতের ধর্মীয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই বরং এর বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব। লুক্রেটিয়াস দেবতাদের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেননি, তবে তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেবতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা মৃত্যুর ভয়ের সাথে মিলিত হয়ে মানুষকে অসুখী করে।

তিনি এপিকিউরাসের মতো একই বস্তুবাদী লাইন অনুসরণ করেছিলেন এবং দেবতাদের আমাদের বিশ্বকে প্রভাবিত করার কোনো উপায় ছিল তা অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন যে মানবজাতির অতিপ্রাকৃতকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।

Lucretius

---

1. Melville, Ronald; Fowler, Don and Peta, eds. (2008) [1999]. Lucretius: On the Nature of the Universe. Oxford World's Classics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-162327-1.

2.Gale, M.R. (2007). Oxford Readings in Classical Studies: Lucretius. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-926034-8.

Sextus Empiricus: সেক্সটাস ছিলেন প্রাচীন সংশয়বাদের সর্বশেষ দার্শনিক। তাঁর জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন জাতিতে গ্রিক। ২০০ ও ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সম্ভবত আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস ও দর্শনচর্চা করতেন। তাঁর তিনটি গ্রন্থ আজও সংরক্ষিত আছে। এগুলোর একটি সংশয়বাদী সংক্রান্ত এবং অপরটি যথাক্রমে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ। এসব গ্রন্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তবে সেক্সটাসের পূর্বসূরিদের প্রচারিত সংশয়বাদী যুক্তিতর্কের বাইরে কোনো অভিনব মত এসব গ্রন্থে নেই।

সেক্সটাস এনিসিডেমাসের মতের ওপর বেশ কিছুটা উন্নতিসাধন করেন। এনিসিডেমাসের মতে, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। এ মতের পরিবর্ধন করে সেক্সটাস বলেন, বিশেষ বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ থেকে অভিজ্ঞতার জগতের সার্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুমানের প্রচেষ্টাও একইভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, স্থান কালসহ গোটা জগৎটাকে তন্ন তন্ন করে না দেখে আমরা কী করে জানবো এর কোন্ বিশেষ বৈশিষ্ট্য সার্বিক? সুতরাং তথাকথিত সার্বিক রূপ, নিয়ম ইত্যাদি সবই তাদের স্থান-কাল এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাসাপেক্ষ। এনিসিডেমাসের মতবাদ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেক্সটাস আরো বলেন, শুধু কার্যকারণের ধারণাটিই যে দুর্বোধ্য তা-ই নয়, পদার্থ দেশ-কাল প্রভৃতির ধারণার অবস্থাও একই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এসবই হাড়ে হাড়ে স্ববিরোধী। এমনকি গণিতশাস্ত্র ও স্ববিরোধমুক্ত নয় ।

, সংশয়বাদের ইতিহাসে কোথাও কোথাও দীর্ঘ ফাঁক রয়েছে। এসব ফাঁকে সংশয়বাদের অবস্থা যে ঠিক কেমন ছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তখন দার্শনিক চিন্তা বন্ধ ছিল। এ থেকে শুধু এটুকুই বোঝা যায় যে, সংশয়বাদী আন্দোলন তার অগ্রগতির পথে মাঝে

মাঝে স্তিমিত হয়ে গিয়ছিল। সেক্সটাস এমপিরিকাসের সময়েও সংশয়বাদের পাশাপাশি এমন কিছু দার্শনিক ভাবধারা প্রবহমান ছিল যাদের সূত্রপাত হয়েছিল সংশয়বাদেরও বহু আগে। এসব চিন্তাধারা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম অব্দ থেকেই চালু ছিল, এবং সংশয়বাদী পরিবেশেও এরা এমনসব দার্শনিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় রত ছিল, যেগুলোর সমাধান সেক্সটাস ও তাঁর পূর্ববর্তী সংশয়বাদীদের মতে অসম্ভব। মূলত প্রাচীন সংশয়বাদ বা স্রষ্টাকে জানার ব্যর্থতা নিয়ে প্রথম দার্শনিক ছিলেন সেক্সটাস এম্পিরিকাস।

1.Bailey, Alan, Sextus Empiricus and Pyrrhonean scepticism, Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0-19-823852-5

abstract: নাস্তিকতার বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রীক চিন্তাবিদ ছিলেন এপিকিউরাস । ডেমোক্রিটাস এবং পরমাণুবাদীদের ধারণার উপর ভিত্তি করে, তিনি একটি বস্তুবাদী দর্শনকে সমর্থন করেছিলেন যে অনুসারে মহাবিশ্বকে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছাড়াই সুযোগের আইন দ্বারা

পরিচালিত হয়েছিল। যদিও এপিকিউরাস এখনও বিশ্বাস করেছিলেন যে দেবতাদের অস্তিত্ব আছে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে তারা মানুষের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। এপিকিউরিয়ানদের লক্ষ্য ছিল অ্যাটারাক্সিয়া অর্জন করা("মনের শান্তি") এবং এটি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ছিল ঐশ্বরিক ক্রোধের ভয়কে অযৌক্তিক হিসাবে প্রকাশ করা। এপিকিউরিয়ানরা পরকালের অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর পর ঐশ্বরিক শাস্তিকে ভয় করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে, গ্রীক দার্শনিক থিওডোরাস সাইরেনাইকাস এবং স্ট্রাটো অফ ল্যাম্পসাকাস দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না।

পাইরোনিস্ট দার্শনিক সেক্সটাস এম্পিরিকাস] দেবতাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন যুক্তি সংকলন করেছেন, সুপারিশ করেছেন যে এই বিষয়ে বিচার স্থগিত করা উচিত। তার টিকে থাকা কাজের তুলনামূলকভাবে বড় পরিমাণ পরবর্তী দার্শনিকদের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

Atheism In Medieval Islamic world

ইসলামি মধ্যযুগীয় সময়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতির সাথে সাথে, আরব এবং পারস্য ভূমি যুক্তিবাদী এবং মুক্তচিন্তকদের তৈরি করেছিল যারা ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রকাশিত ধর্ম সম্পর্কে সন্দিহান ছিল , যেমন ইবনে আল-রাওয়ান্দি (827-911), এবং আবু বকর আল-রাজি (c. 865-925)।

আমরা ইসলামিক যুগে নাস্তিকতার ধারণা নিয়ে জানতে এ দুজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নিয়ে আলোচনা করব। **[1]**

ইবনে আল-রাওয়ান্দিঃ আবু আল-হাসান আহমদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে ইসহাক আল-রাওয়ান্দি (আরবি : أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي), সাধারণত ইবনে আল-রাওয়ান্দি নামে পরিচিত (আরবি : ابن الراوندي ; 827-911 CE), ছিলেন একজন প্রারম্ভিক ফার্সি পণ্ডিত এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। **[2]** তার প্রারম্ভিক সময়ে, তিনি একজন মু'তাজিলাইট আলেম ছিলেন, কিন্তু তারপরে মু'তাযিল মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরবর্তীতে, তিনি একজন শিয়া পন্ডিত হন; মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি শিয়া ছিলেন নাকি সংশয়বাদী হয়েছিলেন সে বিষয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে ,**[3]** যদিও অধিকাংশ সূত্র তার সব ধর্মকে প্রত্যাখ্যান এবং নাস্তিক হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। বেশিরভাগ সূত্র একমত যে তিনি শেষ পর্যন্ত সমস্ত ধর্মকে নিন্দা করার আগে একজন মুতাজিল এবং একজন শিয়া হিসাবে সময় কাটিয়েছেন। কিছু সূত্র শিয়া ইসলাম এবং মুতাজিলিয়ার সাথে তার সংযোগের মধ্যে তার মতামতের শিকড় সন্ধান করে এবং দাবি করে যে তার ধর্মবিরোধিতা তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা অতিরঞ্জিত হয়েছে।

ইবন আল-রাওয়ান্দি শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতার দিকে যাওয়ার আগে একজন মুতাজিলাইট এবং পরে একজন শিয়া পণ্ডিত হিসাবে সময় কাটিয়েছিলেন। **[4]** তার ১১৪টি বইয়ের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে, তবে অন্তত কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে যার মধ্যে রয়েছে দ্য স্ক্যান্ডাল অফ দ্য মু'তাজিলাইটস (ফাদিহাত আল-মুতাজিলা) , যা যুক্তি উপস্থাপন করে। বিভিন্ন মুতাজিলাইট ধর্মতাত্ত্বিকদের এবং তারপর মামলা করে যে তারা অভ্যন্তরীণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ, দ্য রিফুটেশন (আদ-দামিঘ) , যা কুরআনকে আক্রমণ করে এবং পান্নার বই (কিতাব আল-জুমুররুদ) যা ভবিষ্যদ্বাণীর সমালোচনা করে এবং ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে। **[5]** তার যুক্তিগুলির

মধ্যে, তিনি মতবাদকে বিরোধী বলে সমালোচনা করেনযুক্তি , অলৌকিক ঘটনা জাল, যে নবীরা (মুহাম্মদ সহ) শুধুমাত্র যাদুকর, এবং যে জান্নাত কুরআন দ্বারা বর্ণিত কাম্য নয়। (নাউজুবিল্লাহ)

জুমুরুদের মতে , অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কিত ঐতিহ্য অনিবার্যভাবে সমস্যাযুক্ত। একটি অনুমিত অলৌকিক কার্য সম্পাদনের সময় , শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক লোকই নবীর কাজগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট নিকটবর্তী হতে পারে। এত অল্প সংখ্যক লোকের দেওয়া রিপোর্ট বিশ্বাস করা যায় না, কারণ এত ছোট গোষ্ঠী সহজেই মিথ্যা ষড়যন্ত্র করতে পারে। রাওয়ান্দি তার বইতে নির্দেশ করেছেন এবং দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে সেগুলি হাস্যকর। মুহাম্মাদকে সাহায্য করার জন্য ফেরেশতারা যে রেওয়াজ করেছিল তা যৌক্তিক নয়, কারণ এটি বোঝায় যে বদরের ফেরেশতারা দুর্বল ছিল, তারা নবীর মাত্র সত্তরজন শত্রুকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিল। আর যদি ফেরেশতারা বদরে মুহাম্মদকে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হয়, উহুদে তারা কোথায় ছিল যখন তাদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিল?

মুলত রাওয়ান্দির লেখা এবং তার মতবাদ পরবর্তীতে ইসলামিক বিশ্বে অন্তর্নিহিত নাস্তিকতা প্রসারে ভুমিকা রাখে।

1.Sarah Stroumsa, The Blinding Emerald: Ibn al-Rāwandī's Kitāb al-Zumurrud

2. Al-Zandaqa Wal Zanadiqa, by Mohammad Abd-El Hamid Al-Hamad, First edition 1999, Dar Al-Taliaa Al-Jadida, Syria (Arabic)

3. Mirzaay, Abas (Spring 2014). "Ibn Rawandi's Defense of Kufan Shi'ism". Islamic Theology Studies. 2.

4.Groff, Peter (2007). Islamic Philosophy A-Z. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. pp. 86–87. ISBN 978-0-7486-2089-0.

5. Muslim philosophy/Rawandi

আবু বকর আল-রাজিঃ আবু বকর আল-রাজি (পুরো নাম: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي , আবু বকর মুহাম্মাদ বিন জাকারিয়া আল-রাজি) তিনটা 865 সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং -925 সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একজন পারস্য চিকিৎসক , দার্শনিক এবং আলকেমিস্ট যিনি ইসলামের স্বর্ণযুগে বসবাস করতেন । তিনি ব্যাপকভাবে চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হন। **[1]**

আল-রাজির মতে বিশ্ব "পাঁচ চিরন্তন" তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তার মতে বিশ্ব ঈশ্বর এবং অন্যান্য চারটি চিরন্তন নীতির (আত্মা , বস্তু , সময় এবং স্থান) মধ্যে মিথস্ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয়েছে। **[2]** তিনি প্রি সক্রেটিয়ান পরমাণুবাদ কে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি প্লেটোর লেখা এবং সেই সমসাময়িক চিকিৎসকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ধর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু পরস্পরবিরোধী কাজ এবং বক্তব্য আল-রাজিকে দায়ী করা হয়েছে। অনেক সূত্র দাবি করে যে আল-রাজি ভবিষ্যদ্বাণী এবং ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় এবং বিভ্রান্তিকর হিসাবে প্রকাশ করেছেন, তার ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যাখ্যান এবং সত্যে প্রবেশের প্রাথমিক পদ্ধতি হিসাবে যুক্তিকে গ্রহণ করার কারণে, আল-রাজি একজন মুক্তচিন্তক হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন । **[3]**

বিপরীতে, আল-বিরুনী (973 - 1050 সালের পরে) **[4]** উল্লেখ করেছেন যে আল-রাজি কিছু গ্রন্থে ধর্মের প্রতিরক্ষায় লিখতে আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু অন্যগুলিতে এর বিরুদ্ধে। আল-বিরুনীর আল-রাজির গ্রন্থপঞ্জি অনুসারে (রিসালা ফি ফিহরিস্ট কুতুব আল-রাজি), আল-রাজি দুটি "ধর্মধর্মী বই" লিখেছেন: " ফি আল-নুবুওয়াত (ভবিষ্যদ্বাণীর উপর) এবং " ফি হিয়াল আল-মুতানাব্বিন (মিথ্যা নবীদের কৌশলের উপর)। বিরুনির মতে, প্রথমটি "ধর্মবিরোধী বলে দাবি করা হয়েছিল" এবং দ্বিতীয়টি "নবীদের প্রয়োজনীয়তাকে আক্রমণ করার দাবি করা হয়েছিল।" তার রিসালায়, বিরুনি আরও সমালোচনা করেছেন এবং আল-রাজির ধর্মীয় মতামত

সম্পর্কে সতর্কতা প্রকাশ করেছেন । যাইহোক, বিরুনি ধর্মের উপর আল-রাজির আরও কিছু কাজ তালিকাভুক্ত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে ফি উজুব দাওয়াত আল-নবী আলা মান নাকারা বি আল-নুবুওয়াত (যারা ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে নবীর শিক্ষা প্রচারের বাধ্যবাধকতা) লি আল-ইনসান খালিকান মুতকিনান হাকিমান (মানুষের একজন জ্ঞানী এবং নিখুঁত স্রষ্টা আছে), "ঐশ্বরিক বিজ্ঞান" এর উপর তার কাজের অধীনে তালিকাভুক্ত।**]** ধর্ম নিয়ে তার কোনো কাজই এখন পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান নেই। তবে তিনি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন বটে একাধারে ধর্মের পক্ষে এবং বিরুদ্ধে লিখেছেন।

1.Majid Fakhry, A History of Islamic Philosophy

2.Goodman, L.E., “al-Rāzī”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Consulted online on 12 May 2022 <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_6267>

3.Biruni-abu-Rayhan

4. Deuraseh, Nurdeng (2008). "Risalat Al-Biruni Fi Fihrist Kutub Al-Razi: A Comprehensive Bibliography of the Works of Abu Bakr Al-Rāzī (d. 313 A.h/925) and Al-Birūni (d. 443/1051)". Journal of Aqidah and Islamic Thought. 9: 51–100.

After 1900: নাস্তিকতা, বিশেষ করে ব্যবহারিক নাস্তিকতার আকারে, 20 শতকে অনেক সমাজে অগ্রসর হয়েছিল। নাস্তিক চিন্তাধারা অন্যান্য বিস্তৃত দর্শনে স্বীকৃতি পেয়েছে, যেমন অস্তিত্ববাদ , বস্তুবাদ , ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ , নিহিলিজম , নৈরাজ্যবাদ , যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ , মার্কসবাদ , নারীবাদ, **[1]** এবং সাধারণ বৈজ্ঞানিক **[2]** এবং যুক্তিবাদী আন্দোলন ।

ইউএসএসআর লিগ অফ মিলিট্যান্ট নাস্তিক ম্যাগাজিনের 1929 প্রচ্ছদ, কমিউনিস্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বারা আব্রাহামিক ধর্মের দেবতাদের চূর্ণ করা দেখানো হয়েছে

উপরন্তু, সেই সময়কালে পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়ায় রাষ্ট্রীয় নাস্তিকতার উত্থান ঘটে, বিশেষ করে ভ্লাদিমির লেনিন এবং জোসেফ স্টালিনের অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়নে , **[3]**এবং মাও সেতুং -এর অধীনে কমিউনিস্ট চীনে । সোভিয়েত ইউনিয়নের নাস্তিক ও ধর্মবিরোধী নীতির মধ্যে রয়েছে অসংখ্য আইন প্রণয়ন , স্কুলে ধর্মীয় নির্দেশকে বেআইনি ঘোষণা এবং লিগ অফ মিলিট্যান্ট নাস্তিকের উত্থান। মাওয়ের পর চীনা কমিউনিস্ট

পার্টিএকটি নাস্তিক সংগঠন হিসাবে রয়ে গেছে, এবং মূল ভূখণ্ড চীনে ধর্মের অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রন করে, কিন্তু নিষেধ করে না। **[4]**

যদিও জিওফ্রে ব্লেইনি লিখেছেন যে "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে নির্মম নেতারা ছিলেন নাস্তিক এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টধর্ম উভয়েরই তীব্র শত্রুতা ছিল",**[5]** রিচার্ড ম্যাডসেন উল্লেখ করেছেন যে হিটলার এবং স্ট্যালিন প্রত্যেকে গীর্জা খুলেছিলেন এবং বন্ধ করেছিলেন। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিষয়, এবং স্তালিন যুদ্ধের সময় তার শাসনের জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা উন্নত করার জন্য খ্রিস্টধর্মের বিরোধিতাকে নরম করেছিলেন। **[6]** ব্ল্যাকফোর্ড এবং শুক্লেঙ্ক লিখেছেন যে "সোভিয়েত ইউনিয়ন নিঃসন্দেহে একটি নাস্তিক রাষ্ট্র ছিল, এবং একই কথা প্রযোজ্য মাওবাদী চীন এবং 1970 এর দশকে কম্বোডিয়ায় পোল পটের ধর্মান্ধ খেমার রুজ শাসনের ক্ষেত্রে।

References:

1.Martin, Michael, ed. (2006). The Cambridge Companion to Atheism. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-84270-9. OL 22379448M. Retrieved November 25, 2013.

2. Overall, Christine (2006). "Feminism and Atheism". The Cambridge Companion to Atheism. ISBN

978-1-139-82739-3. Retrieved April 9, 2011. in Martin 2006, p. 112

3. Victoria Smolkin, A Sacred Space is Never Empty: A History of Soviet Atheism (Princeton UP, 2018)

4.Rowan Callick; Party Time – Who Runs China and How; Black Inc; 2013; p. 112.

5. Geoffrey Blainey (2011). A Short History of Christianity; Viking; p. 543

6. Madsen, Richard (2014). "Religion Under Communism". In Smith, S.A. (ed.). The Oxford Handbook of the History of Communism. Oxford University Press. p. 588. ISBN 978-0-19-960205-6. Archived from the original